প্রথম আলো

তারিখ 23. JAN. 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

হুমকিতে শিক্ষাব্যবস্থা উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের ডাকা টানা অবরোধ ও হরতালের কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুর মাসে চলমান সহিংস রাজনীতির কারণে দেশের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকমতো ক্লাস নেওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমে গেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার প্রায় ১৪ লাখ পরীক্ষার্থী।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটার পাশাপাশি ঠিক সময়ে পরীক্ষা হবে কি না, সেটাই এখন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার বিষয়।

তবে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ধারণা, ২ ফেব্রুয়ারির আগেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর যদি বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলের চলমান কর্মসূচি অব্যাহত থাকে, তাহলে ইংরেজি মাধ্যমের মতো এই পরীক্ষাও হরতাল-অবরোধের আওতামুক্ত হয়তো থাকবে। তবে অবরোধের মধ্যেই এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তারই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বেশির ভাগ বোর্ডের প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার খাতা জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি মুদ্রণালয়ের (বিজি প্রেস) একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ২৯ জানুয়ারির মধ্যে বাকি বোর্ডগুলোর প্রশ্নপত্রও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ১০টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে চারটি বোর্ডের প্রশ্নপত্র পাঠানো বাকি আছে। তবে ছাপার কাজ প্রায় শেষ।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, পরীক্ষার সময় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে হলেও পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরীক্ষা নেওয়ার জন্য যা যা করার, তা-ই করা হচ্ছে। তবে আশা করব, বিএনপি-জামায়াত জোট তাদের "সর্বনাশা" কর্মসূচি বন্ধ করবে।'

গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, বিএনপি ও জামায়াত পরীক্ষার সময়েও একের পর এক হরতাল দিয়েছে। ফলে পরীক্ষাও পেছাতে হয়েছে। গত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময়ই হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, অবরোধ থাকলেও এবার পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু হরতাল থাকলে পরীক্ষা স্থগিত করা হতে পারে।

কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অবরোধের কারণে কিছুদিন ধরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য স্কুল-কোচিংয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আর এখন হরতাল-অবরোধ প্রত্যাহারের কোনো লক্ষণ না দেখা দেওয়ায় আদৌ ঠিক সময়ে পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়েই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের এক পরীক্ষার্থীর বাবা জাকির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে 'পরীক্ষা হবে কি হবে না, হলেও কীভাবে যাবে, তা নিয়ে তাঁর সন্তান খুব চিন্তিত। এতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটছে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, যেহেতু ইংরেজি মাধ্যমের 'ও' লেভেলের পরীক্ষাকে হরতাল-অবরোধের আওতামুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা আশা করেন, দেশের বৃহত্তম পরীক্ষাকেও হরতাল-অবরোধের বাইরে রাখা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

● সম্পাদকীয় : এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ—পরীক্ষা শুরুর আগেই অবরোধ শেষ হোক : পৃষ্ঠা-১২

হুমকিতে শিক্ষাব্যবস্থা, উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবরোধের ধাক্কা পুরো শিক্ষাতেই : বিদ্যালয়গুলোতে ১ জানুয়ারি শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও শুরু হয় মোটামুটি জানুয়ারি মাস থেকে। বছরের শুরুর দিনেই জামায়াতে ইসলামী হরতাল ডাকে। এর মধ্যেও ১ জানুয়ারি সারা দেশে উৎসব করে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হয়। পরদিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার। মাঝে ৩ জানুয়ারি বিদ্যালয়গুলো খোলা থাকলেও ওই দিনও ছিল ছুটির আবহ। কারণ, পরদিন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর ছুটি। কিন্তু ৫ জানুয়ারি সামনে রেখে বিএনপির কর্মসূচিকে ঘিরে ওই দিন থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। ৫ জানুয়ারি কার্যত সরকারই অবরোধ পালন করে। এ রকম পরিস্থিতিতে ৬ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দেয় বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোট। এখনো অবরোধ চলছে। গত কয়েক দিনে অবরোধে সহিংসতা বেড়ে গেছে। গত ১৭ দিনে টানা অবরোধের কারণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে জ্বালাও-পোড়াওয়ের কারণে এখন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা আতঙ্কিত। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম জানান, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানও একই রকম তথ্য জানিয়েছেন। মোহাম্মদপুর এলাকার একজন অভিভাবক বলেন, ভয়ে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমান সহিংস পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীরা জিম্মি। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই এর সুরাহা করতে হবে। অবরোধ বা হরতাল চলমান রেখে শুধু এই পরীক্ষাকে আওতামুক্ত করা হলেও শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই দুই পক্ষকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বর্তমানে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৪ কোটি ৪৪ লাখ। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরও অন্তত ২৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়েছেন একই সমস্যায়।